ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড

মূল : তামিম আনসারী
অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

একজন পাঠক হিসেবে মুসলমানদের ইতিহাসের বই পড়তে গিয়ে কিছু ব্যাপারে অতৃপ্তি অনুভব করেছি। আমাদের ইতিহাসের বইগুলো তারিখ, সাল, নাম, স্থান-কালসহ বেশ তথ্যে ভরপুর, কিন্তু সেখানে সাহিত্যমানের নিদারুণ অনুপস্থিতি। ইতিহাসের পাঠ কেমন যেন নিরস বর্ণনানির্ভর। পাঠকদের কাছে ইতিহাসের বয়ান মজাদার করে উপস্থাপন করাটা সত্যিকার অর্থেই বড়ো একটা চ্যালেঞ্জ। আমি এমন একটা সাহিত্যমানে উত্তীর্ণ ইতিহাসের বই খুঁজেছি, যা পড়ে একজন পাঠক পরিতৃপ্ত হবেন, প্রতিটি পৃষ্ঠায় একটা আলাদা আকর্ষণ অনুভব করতে পারবেন। ইতিহাস পড়তে গিয়ে কেউ ক্লান্ত হবে না।

দ্বিতীয়ত, আমাদের ইতিহাসের বইগুলোতে বর্ণনার ধারাবাহিকতার বেশ ছন্দপতন দেখেছি। বইগুলোতে ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরার বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত ধারাবাহিক আলোচনা নেই। আবার এমন কিছু গ্রন্থ আছে, যেখানে অনেক তথ্য ও বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে থাকলেও আকারে অনেক বড়ো কিংবা কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। এমন একটি গ্রন্থ খুঁজেছি, যেখানে মুসলমানদের পুরো ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার আছে। মাত্র একটি বইয়েই আমাদের প্রয়োজনীয় ইতিহাস সংকলিত আকারে দেখতে চেয়েছি।

সোশ্যাল মিডিয়ার সুবাদে একদিন জিয়া হাসান ভাইয়ের *Destiny Disrupted : A History of the World Through Islamic Eyes* বইয়ের ওপর করা ভিডিও রিভিউ দেখছিলাম। সেখান থেকে উৎসুক হয়ে বইটির পিডিএফ পড়েই পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম। এমন একটা বই-ই তো আমি খুঁজছি! জিয়া হাসান ভাইকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই, উনি ভিডিও রিভিউ না করলে সম্ভবত দারুণ এই বইটি আমার নজরেই আসত না। আলী আহমাদ মাবরুর ভাইকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মন্ত্রীপুত্র এতটা সাধারণ আর বিনয়ী হতে পারে, মাবরুর ভাইকে না দেখলে তা উপলব্ধি করতে পারতাম না। মাত্র পাঁচ মাসেই এত বড়ো বইটির প্রাঞ্জল অনুবাদ করে দিয়ে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। অনুবাদকের প্রথম অনূদিত বই হলেও পুরো বই জুড়ে পাঠক বেশ প্রাঞ্জলতা পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

আলোচিত এই বইটি ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হওয়ার পর তুমুল পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এরই মাঝে একটা বড়ো ভুল দৃষ্টিগোচর হয়। অনিচ্ছাকৃত ভুলে বইটির সর্বশেষ সম্পাদিত কপির পরিবর্তে অসম্পাদিত কপি ছাপাখানায় চলে যায়। যার কারণে কিছু তথ্যগত বিভ্রাটের সাথে পুরো সতেরো নম্বর অধ্যায়টি বাদ পড়ে যায়। আমরা দীর্ঘ পাঁচ মাসব্যাপী বইটির সম্পাদনা করেছি, তথ্যবিভ্রাট দূর করার চেষ্টা করেছি। এরপরেও কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে

পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিবহাল। বইটিকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ত্রুটিমুক্ত করার স্বার্থে সম্পাদনার সময়ক্ষেপণের কারণে বেশ কিছুটা দেরি হয়ে গেল। সম্মানিত পাঠকদের কাছে বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বইটির সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বইটি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা সম্মানিত পাঠকদের পজেটিভ-নেগেটিভ ফিডব্যাক পেয়েছি। প্রত্যেকটি ফিডব্যাক আমলে নিয়ে আমরা নতুন করে কাজ করেছি। এতটুকু জানিয়ে রাখা জরুরি মনে করছি যে– লেখক এখানে প্রত্যেকটি চিন্তা-কাঠামোর বক্তব্য ও তত্ত্ব সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারার স্ব স্ব বয়ান থেকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। বইটির মূল ফোকাস– কীভাবে মুসলমানরা ধীরে ধীরে ডেসটিনি থেকে বিচ্যুত হলো। এই বইয়ে ইতিহাসের বয়ানগুলোকে প্রমাণ করার পরিবর্তে গল্পের মতো করে পাঠকদের সামনে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে রেফারেন্স-এর পরিবর্তে প্রচলিত ধারণার কেবলমাত্র বর্ণনা রয়েছে। শুদ্ধ কিংবা ভুল– এসব বয়ান পৃথিবীতে জারি ছিল বলেই মুসলমানরা সামষ্টিকভাবে ধীরে ধীরে ইসলামের প্রাণসত্তার দাবি থেকে সরে গেছে। যার ফলে বীরের জাতি আজ খুব কঠিন সময়ের মুখোমুখি। মুসলমানরা ঠিক কোন কোন পয়েন্টে এসে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে গেল, তা এখানে আলোচিত হয়েছে। আশা করি, পাঠকবৃন্দ বইটি পড়ার সময় এই কথাগুলো বিবেচনায় রাখবেন।

ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড : ইসলামের চোখে পৃথিবীর ইতিহাস বইটি একটা ছোটো মানের ইতিহাসের এনসাইক্লোপিডিয়া। এতে রাসূল ﷺ-এর হিজরত থেকে শুরু করে ২০০১ সালে আমেরিকায় টুইন টাওয়ার হামলা পর্যন্ত সময়ের এক ধারাবাহিক আলোচনা থাকছে। তামিম আনসারির এই বইটি পড়ে ইসলামের চোখ দিয়ে পুরো দুনিয়াকে দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ। বইটি পড়ার পর ইতিহাসের খুঁটিনাটি আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে আপনার আগ্রহ জন্মাবে নিশ্চয়।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
বাংলাবাজার, ঢাকা।

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে অনেক বড়ো একটি কাজ সম্পন্ন করতে পারলাম। *Destiny Disrupted: A History of the World through Islamic Eyes* বইটি তামিম আনসারির একটি অনবদ্য ইতিহাস গ্রন্থ। মুসলমানদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বইটির মূল উপজীব্য। ২০০৯ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা পশ্চিমা বিশ্বে আলোড়ন তুলে 'বেস্ট সেলার' বইয়ের স্বীকৃতি পায়। অনন্য সাধারণ তথ্যসূচি এবং সুনিপুণ ভাষায় লেখা ইতিহাস গাঁথার সুবাদে বইটি দারুণ পাঠকপ্রিয় হয়। বিশাল এই বইটি নিয়ে কাজ করার মতো যোগ্য আমি নই, তথাপি আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও অফুরন্ত নেয়ামত পেয়েছি বলেই কাজটা শেষ করা সম্ভব হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বইটি সম্বন্ধে সত্যি কথা বলতে আমার তেমন একটা ধারণা ছিল না। *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন*-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের ভাইয়ের ব্যক্তিগত পছন্দের বই এটি। একদিন উনি আমাকে গার্ডিয়ান অফিসে ডেকে বললেন অনুবাদের কাজ শুরু করতে। প্রথম দিকে নিমরাজি হয়েই কাজটা ধরেছিলাম। তবে যতদিন গেছে, যতটা আমি এগিয়েছি, বইটিকে যতটা জানার সুযোগ পেয়েছি, ততই যেন বইটির প্রতি আমার ভালোবাসা বেড়েছে। এই কাজটি করার জন্য আমার ওপর আস্থা রাখায় প্রিয় ভাই নূর মোহাম্মাদ এবং *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন*-এর সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কোনো রকমের চাপ না দিয়ে; বরং সর্বোচ্চ রকমের বিনয় প্রদর্শন করে যেভাবে আমার মতো মানুষের কাছ থেকে তারা এই বড়ো কাজটি আদায় করে নিলেন, সেইজন্য গার্ডিয়ানের গোটা টিম বড়ো আকারে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

এই বইটিকে ইসলামি ইতিহাসের একটা ছোটো মানের এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়াতে আসারও আগে যেই সভ্যতাগুলো পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সেখান থেকে শুরু করে আমাদের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলা এবং তার পরবর্তী সময়ে মার্কিন নেতৃত্বাধীন তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধাভিযান (War On Terror) পর্যন্ত গোটা সময়টাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এক ফ্রেমে এই বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

বইটির প্রথম অধ্যায়ের নাম 'দ্য মিডল ওয়ার্ল্ড'। লেখক এই অধ্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যকে মধ্য পৃথিবী হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই অধ্যায়ে ইসলামের ছোঁয়া পাওয়ার পূর্ব সময়ের মধ্য পৃথিবীর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সুনিপুণভাবে। বিশেষ করে সুমেরীয় সভ্যতা, মেসোপটেমীয় সভ্যতা, ক্যালডীয় সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা, জরথ্রুষ্ট ধর্ম চর্চা ও এর প্রভাব, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, পারথিয়ানদের উত্থান, রোমান সাম্রাজ্য, বাইজানটাইন সাম্রাজ্য এবং সেসব যুগের ধর্মচর্চার ধরন আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'দ্য হিজরা'। এই অধ্যায়ে মানবতার মুক্তিদূত হজরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর আবির্ভাবের ঠিক আগ মুহূর্তে মক্কার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কাঠামো কেমন ছিল, নবিজির জন্ম ও নবুওয়াত লাভ, মক্কার প্রভাবশালী নেতৃত্বের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব, হিজরত, হিজরি সালের শুরু, ইসলামের ইতিহাসে হিজরতের প্রভাব ও গুরুত্ব, রাসূলের ﷺ মদিনার জীবনের বিভিন্ন যুদ্ধ ও চ্যালেঞ্জসমূহ, ইসলামের সামাজিক ও মানবিক চেতনার বিকাশ, মক্কা বিজয়, বিদায় হজ এবং রাসূলের ﷺ ওফাতের বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'খেলাফতের জন্ম'। রাসূলের ﷺ ওফাতের পর খেলাফত কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রথম খলিফা নির্বাচন কীভাবে সম্পন্ন হয়, এই প্রক্রিয়ায় কী কী সংকট দেখা দেয়, নতুন খলিফা কীভাবে কাজ করতেন, তার রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কিত নীতিসমূহ, প্রথম খলিফার ইন্তেকাল, দ্বিতীয় খলিফার নিয়োগ, খলিফা হজরত উমরের (রা.) রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকা, ইসলামের বিকাশ ও ব্যাপ্তি, দ্বিতীয় খলিফার আমলে সামাজিক ও লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, সাদাসিধে জীবনযাপন এবং উত্তরাধিকার নির্বাচনে ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শুরা বা পরামর্শ সভা গঠনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের নাম 'বিভেদ-বিভাজন'। এই অধ্যায়ের শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে কেন হজরত উসমান (রা.) তৃতীয় খলিফা হওয়ার জন্য বিবেচিত হলেন। হজরত উসমানের (রা.) নানা মানবিক গুণাবলি, তার খেলাফতের শেষ সময়ে সৃষ্ট সংকট, হজরত উসমানের (রা.) শাহাদাত, চতুর্থ খলিফা হিসেবে হজরত আলির (রা.) নিয়োগ, হজরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং হজরত আলির (রা.) মধ্যে সৃষ্ট দূরত্ব, হজরত আয়েশা (রা.)-এর এই ইস্যুতে ভূমিকা, উটের যুদ্ধের দুঃখজনক ইতিহাস, খেলাফতের মধ্যে প্রথম বিভাজন এবং হজরত আলির (রা.) শাহাদাত পর্যন্ত ঘটনাগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম 'উমাইয়া যুগ'। এই অধ্যায়ে কারবালায় ইমাম হুসাইন (রা.)-এর মর্মান্তিক শাহাদাত, শহিদি চেতনার উদ্ভব, ইয়াজিদের শাসন, খেলাফতের উত্তরাধিকার বিতর্ক, শিয়া জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি ও বিকাশ, উমাইয়া যুগের সূচনা এবং সাম্রাজ্যের বিকাশ, উমাইয়া শাসকদের বিলাসিতা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোর উন্নয়ন, আরবি ভাষার ব্যাপকভিত্তিক প্রচলনের ইতিহাস প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম 'আব্বাসি যুগ'। এই অধ্যায়ে উমাইয়া যুগে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য, মানুষের অসন্তোষ, একই উম্মতের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ, খারিজিদের ইতিহাস, আবু আব্বাসের মাধ্যমে রাসূলের ﷺ বংশের হাতে নেতৃত্বকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা, উমাইয়াদের পতন, বাগদাদে মুসলমান সভ্যতার নতুন প্রাণকেন্দ্র স্থাপন, জ্ঞানচর্চার প্রতি গুরুত্ব প্রদান প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে।

সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম 'জ্ঞানী, দার্শনিক ও সুফি সাধকদের যুগ।' কীভাবে ইসলামি দুনিয়ায় দার্শনিক চিন্তা-ভাবনাগুলো এগিয়ে গেল, রাসূল ﷺ-এর অনুপস্থিতিতে কুরআনের কোনো আয়াতের বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা জানার প্রয়োজন হলে কীভাবে তার সুরাহা হবে, হাদিসের উৎপত্তি ও সংরক্ষণ, হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাই প্রক্রিয়া, ইসলামি শরিয়তের উৎস হিসেবে ইজমা ও কিয়াসের ব্যবহার, মাজহাব সৃষ্টি, শিয়া ও সুন্নিদের চিন্তা-কাঠামোর পার্থক্যসমূহ, গ্রিক ও অন্যান্য দার্শনিকদের সাথে ইসলামি দার্শনিকদের পার্থক্য, আব্বাসি যুগের মুসলিম মনীষী ও দার্শনিকদের কাজের ধরন, সুন্নিদের চার মাজহাবের চার ইমাম নিয়ে আলোচনা, সুফিবাদের উত্থানের কারণ ও ইতিহাস, রাবেয়া বসরি ও ইমাম গাজালির আবির্ভাব, দর্শনশাস্ত্রে ইমাম গাজালির অবদান প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনাম 'তুর্কিদের আবির্ভাব ও উত্থান'। এই অধ্যায়ে আগের অধ্যায়ের ধারাবাহিকতায় বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের বিকাশ, উমাইয়া বংশের জীবিত প্রতিনিধির হাত দিয়ে আবারও উমাইয়া শাসনের প্রতিষ্ঠা, মিসরে ফাতেমিদের খেলাফত প্রতিষ্ঠা, ইসলামি সাম্রাজ্যে একাধিক খেলাফতের কার্যক্রম, বিভিন্ন খেলাফতের শাসকদের কাজের ধরনের ভিন্নতা, আন্দালুসিয়ার ইতিহাস, মামলুক শ্রেণির উত্থান, সুলতান মাহমুদ গজনভির বিজয়াভিযান, মহাকবি ফেরদৌসি ও শাহনামা, সেলজুকদের আবির্ভাব ও উত্থান, নিজাম-উল-মুলকের আমল, তার কাজের ধরন ও উন্নয়নের চিত্র, হাসান সাবাহ এবং তার আততায়ী গ্রুপের আবির্ভাব ও গুপ্তহত্যার প্রচলন, শিয়াদের ৫ম ও ৭ম ইমাম নিয়ে বিতর্ক ইত্যাদি ইস্যু আলোচিত হয়েছে।
নবম অধ্যায়ের নাম 'ব্যাপক বিপর্যয় ও নৈরাজ্য'। এই অধ্যায়ে অনগ্রসর অবস্থান থেকে ইউরোপীয়দের ধারাবাহিক উন্নয়ন, ফিলিস্তিন সংকটের সূচনা ইতিহাস, পোপ আরবানের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ঘোষণা, মুসলমানদের কিছু রাজ্য দখল হয়ে যাওয়া, জেরুজালেম দখল এবং খ্রিষ্টান বাহিনীর পৈশাচিকতা, নুরুদ্দিন জঙ্গির আবির্ভাব, সালাহউদ্দিন আইউবির জেরুজালেম বিজয়, ভেতরে ভেতরে অ্যাসাসিন বা আততায়ী গ্রুপের কার্যক্রম চলমান থাকা, খ্রিষ্টানদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রুসেডের ব্যর্থতা, মোঙ্গল হলোকাস্ট, চেঙ্গিজ খানের বাগদাদ দখল এবং অমানবিক বর্বরতা, মোঙ্গল নেতা হালাকুর বর্বরতা, অ্যাসাসিন গ্রুপের বিনাশ এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ের নাম 'পুনরুত্থান'। তৈমুর লং-এর আগ্রাসন, ইবনে তাইমিয়ার আগমন এবং ইসলামের পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে অবদান, সুফিবাদের ক্রমাগত বিকাশের মধ্য দিয়ে অসংখ্য শায়খের আবির্ভাব, অন্য ধর্মের সন্ন্যাসতন্ত্রের সাথে ইসলামি সুফিবাদের পার্থক্য, জালাল উদ্দিন রুমি ও শামস-ই-তাবরিজির কর্মকাণ্ড, অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, প্রথম বায়জিদের শাসনকাল, সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ'র ঐতিহাসিক কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়, অটোম্যান সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সহাবস্থান, অটোম্যান সাম্রাজ্যের জটিল শাসন পদ্ধতি, অটোম্যানদের দেভশ্রিম প্রকল্প,

সুলতান সুলেমানের অবদান, সাফাভীয় গোষ্ঠীর উত্থান, শিয়াদের গুপ্ত তথা ১২নং ইমামের ইস্যু, ঐতিহাসিক চালদিরান যুদ্ধ এবং এর প্রভাব, পারস্য সাম্রাজ্যে শিল্পকলার প্রভাব এবং অসাধারণ স্থাপত্য শিল্প, জহিরউদ্দিন বাবরের মাধ্যমে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, মোঘলদের ২০০ বছরের সফল শাসন, সম্রাট আকবর এবং তার দ্বীন-ই-ইলাহি, সম্রাট শাহজাহান এবং তাঁর তাজমহল, সম্রাট আওরঙ্গজেব এবং তাঁর সফল রাষ্ট্র পরিচালনার ইতিহাসসহ বিভিন্ন ইস্যু এই বিশাল অধ্যায়টিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়ের নাম 'ইউরোপের তৎকালীন অবস্থা'। এই অধ্যায়ে পাঠকদের দৃষ্টি নেওয়া হয়েছে তৎকালীন ইউরোপের দিকে। মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতি ইউরোপীয়দের তীব্র লোভ, ভাইকিংস তথা নৌ অভিযাত্রীদের অভিযান, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজা-রানিরা যেভাবে সমুদ্র অভিযানকে স্পন্সর করতেন, ইতালীয়দের প্রাথমিক সাফল্য, শিক্ষিত মুসলমানদের মাধ্যমে ইউরোপীয়দের শিক্ষিত হয়ে ওঠা, খ্রিষ্টান চার্চগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, প্রোটেস্ট্যান্টদের উত্থান ও বিকাশ, মুসলমানদের বহু বছর পর অনেক কিছু আবিষ্কার করেও কেন খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের থেকে এগিয়ে গেল, জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার উদ্ভব, ইউরোপীয়দের মুদ্রা ও বাণিজ্যকৌশল প্রভৃতি বিষয় এই অধ্যায়ের আলোচনায় ঠাঁই পেয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম 'পাশ্চাত্যের প্রাচ্যমুখী অভিযান'। রাজনীতিবিদ বা যোদ্ধা নয়, বরং ব্যবসায়ী হয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যে ইউরোপীয়দের আগমন, ভাস্কো-দা-গামার ভারত অভিযান, ভারতের গোয়া নগরীর সৃষ্টি ইতিহাস, অটোম্যানদের লেপান্তো যুদ্ধে পরাজয়, সুলতান সুলেমানের ভিয়েনা বিজয় না করার করুণ পরিণতি, কেন অটোম্যানরা সাম্রাজ্য বিস্তারে আগ্রহী ছিল, অটোম্যান অর্থনীতি ও প্রশাসন কীভাবে ইউরোপীয়দের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল, অটোম্যান সুলতানদের প্রাসাদে ও সমাজে নারীদের অবস্থান, সাফাভিয় নামক শিয়া রাষ্ট্র যেভাবে সংকটে পড়ল, মোঘল শাসকদের সংকট, ব্রিটিশদের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা, ব্রিটিশদের উপমহাদেশ শাসনের কৌশল, ইউরোপে ব্রিটিশ ও রাশিয়ার মধ্যকার গ্রেট গেম, উপমহাদেশের সিপাহী বিপ্লব, অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ, নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ইতিহাস, মিসরে মুহাম্মাদ আলির শাসনকাল এবং মিসর ও আলজেরিয়ার সম্পদগুলোর ফায়দা কীভাবে ইউরোপীয়রা ভোগ করল এই বিষয়গুলো এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শিরোনাম 'সংস্কার আন্দোলন'। এই অধ্যায়ে মুসলমান সমাজে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কীভাবে সৃষ্টি হলো, খ্রিষ্টানদের প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের সাথে মুসলমানদের সংস্কার আন্দোলনের পার্থক্য, ওয়াহাবি আন্দোলনের জন্ম ও বিস্তৃতি, সৌদি আরবের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে ওয়াহাবিদের সম্পর্কের সূচনা ইতিহাস, স্যার সৈয়দ আহমদের আলিগড় আন্দোলন, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, জামাল উদ্দিন আফগানির ইসলামি আধুনিকতা তত্ত্বের সূচনার ও বিস্তৃতি, তাঁর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ ও কর্মকাণ্ড প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুদর্শ অধ্যায়টি হলো ‘শিল্প, সংবিধানতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ’। মুসলমান সাম্রাজ্যের ওপর ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের প্রভাব, ইউরোপীয় মডেলে বিভিন্ন মুসলিম দেশে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালুর ইতিহাস, দেশে দেশে সংবিধান তৈরির হিড়িক, জাতীয়তাবাদের প্রভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভাঙন, আমেরিকা রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস, ইহুদিবাদের উত্থান, ফিলিস্তিনের মুসলমান ভূখণ্ডকে ইহুদিদের কবজা করে নেওয়ার ইতিহাস, ইউরোপীয়দেরকে অটোম্যানদের একের পর এক ছাড় দেওয়ার ঘটনা, আর্মেনিয়ানদের গণহত্যা, তুরস্কে কীভাবে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের চিন্তা খেলাফতের ধারণার বাইরে একটি তুর্কি রাষ্ট্র গঠনের প্রেক্ষাপট তৈরি করল, ব্রিটিশদের পাল্লায় পড়ে মক্কার নেতা শরিফ হোসাইন যেভাবে অটোম্যান সালাতানাতের সাথে বেঈমানি করল- এসবই পাওয়া যাবে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের নাম ‘ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকপন্থীদের উত্থান’। এখানে মুসলিম খেলাফতের আনুষ্ঠানিক পতন, তুরস্কে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের ইতিহাস, তার হাত দিয়ে একের পর এক ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলামবিদ্বেষী পদক্ষেপ গ্রহণ, মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অনুশীলনের জোয়ার, দেওবন্দের প্রতিষ্ঠা, আফগানিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, হাসান আল বান্না কর্তৃক ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রতিষ্ঠা, লিগ অব নেশনস-এর প্রতিষ্ঠা, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে বিভক্ত হওয়ার ইতিহাস, মুসলমান দেশগুলোর তেল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ যেভাবে পশ্চিমারা নিয়ে নিলো, সুয়েজ খালের কর যেভাবে ইউরোপীয়রা ভোগ করল, এ সবগুলো বিষয়ই এই অধ্যায়ে আলোচনায় এসেছে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়ের শিরোনাম ‘আধুনিকতার সংকট’। এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মুসলমান দেশগুলোর ওপর এই যুদ্ধের প্রভাব, দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত, ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম, ইজরাইল নামক ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, মিসরে জামাল আব্দুল নাসের এবং আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান, ইখওয়ান এবং সাইয়্যেদ কুতুবের ওপর নাসের সরকারের দমন-পীড়ন প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে।

সপ্তদশ তথা সর্বশেষ অধ্যায়ের নাম ‘স্রোতের বিপরীতমুখে যাত্রা’। এই অধ্যায়ে ইতিহাসের নতুন খেলোয়াড় হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব, জামাল আব্দুল নাসেরের পতন, দেশে দেশে ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের সাথে শাসকপক্ষের সংঘাত, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সাথে ওয়াহাবিদের বিবাদ, পিএলও ও বাথ পার্টির জন্ম, ইরানে শাহ-এর পতন, শীতল যুদ্ধের কৌশল, তেল রাজনীতির প্রভাব, তেলরাষ্ট্রগুলোর শাসকদের বিলাসিতা, সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি, ইরানে ইমাম খোমেনির বিপ্লব, ধর্মনিরপেক্ষ শাসকমহলের পতন, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, রাশিয়ার আফগান দখলের চেষ্টা, সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত দখল এবং সর্বশেষ আমেরিকার টুইনটাওয়ারে হামলায় এসে ইতিহাসের বিবরণী আপাতত সমাপ্ত হয়েছে।

বইটি সংক্রান্ত আলোচনার পর এবার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পালা। আমি এই বইটি লেখার ব্যাপারে আমার অন্তরের কাছের মানুষদের অকৃত্রিম সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি। তাদের উৎসাহ না পেলে হয়তো এত বড়ো কাজটা করার মতো সাহস বা ধৈর্য আমার হতো না। বিশেষ করে বলতে হয় আমার স্ত্রী ফারজানা জেরিন এবং আমাদের একমাত্র ছেলে জুহাইর মিহরানের কথা।

বইটি অনুবাদের কাজ আমি পাঁচ মাসে সম্পন্ন করেছি। বইটির সাইজ দেখলে যে কেউ বুঝবেন এই অল্প সময়ে এত বড়ো বই অনুবাদ করা সহজ নয়। তবে আমি এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। কারণ, আমার স্ত্রী আমাকে নিরন্তর সমর্থন দিয়ে গেছেন। এই পাঁচ মাসে সবচেয়ে বেশি আমি বঞ্চিত করেছি আমার স্ত্রী ও সন্তানকে। আশা করি, বইটি হাতে পেলে তারাও সন্তুষ্ট হবেন।

আমার এই কাজটি দেখে সবচেয়ে খুশি হতেন আমার পিতা। তার কথা খুব মনে পড়ছে এখন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে চাইতেন আমি লেখালেখি করি। তারই পরামর্শে আমি একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সাব-এডিটর হিসেবে চাকরিতে যোগদান করি। পরবর্তী সময়ে আমার সাংবাদিকতার প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আমার অনুপ্রেরণা। আমার কোনো লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তার উচ্ছ্বাস আমার চোখে এখনও ভাসে। তার জীবনের সর্বশেষ ব্যক্তিগত প্রকল্প ছিল একটি সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা চালু করা। সেই কাজেও তিনি আমাকে সবসময় তার পাশে রেখেছেন। স্বপ্ন দেখতেন সেই কাজটি আমি টেনে নিয়ে যাব। জানি না কতটুকু কী পারব। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন সৎ থাকতে, বলিষ্ঠ থাকতে, ভীতু মানসিকতা নিয়ে না বাঁচতে, অন্যায়ের সাথে আপস না করতে, সর্বোপরি ভালো ও মন্দ সকল অবস্থায় আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা ও বিশ্বাস রাখতে। আমার এই 'আমি' হয়ে উঠার পেছনে তার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি- এটা আমি অনুভব করি প্রতি মুহূর্তে।

আমার আম্মা, আমার দেখা একজন সরল মানুষ। আমার সকল ভালো কাজে উৎসাহ দেন সবসময়। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমার ভাই-বোন, পরিবার, আমার শ্বশুর, শাশুড়ি, আমার নানিসহ জীবিত সকল মুরুব্বি ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১৩ সাল থেকে বেকার। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সেইসব শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি যারা এই কয়েক বছর আমাকে অনিয়মিত ধরনের ছোটোখাটো কাজ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে সহযোগিতা করেছেন। হয়তো বেকারত্বের এই দুঃসহ অভিজ্ঞতাটি না হলে আমার কখনো লেখালেখি বা অনুবাদের জগতে আসাই হতো না। আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত এই ফায়সালা আমি সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একমাত্র রিজিকদাতা- যিনি আমার পাঁচ বছরের বেকার জীবনে একটি বেলাও আমাকে, আমার পরিবারকে না খাইয়ে রাখেননি।

এটা আমার প্রথম অনুবাদগ্রন্থ। মূল বইয়ের সমস্যা ও ত্রুটি থাকলে আমার পক্ষে সমাধান দেওয়া কঠিন। যদি পাঠকের চোখে অনুবাদসংক্রান্ত কোনো অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে সেটা একান্তই আমার ব্যর্থতা। আমি সেই দায় নিতেও রাজি আছি। আমি জানতাম পাঠকবৃন্দ সহজ-সরল ভাষায় লেখনী আশা করেন। আমি চেষ্টা করেছি। তবে ইতিহাসের বিবরণ চাইলেও খুব সহজ করার সুযোগটা কম। আমার ভালো লাগবে, পাঠকবৃন্দ যদি তাদের পরামর্শ বা কোনো সংশোধনীর ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবশ্যই সেগুলো আমরা পরবর্তী সময়ে সংশোধন করে নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে বলতে চাই, কাজটা আমার; কিন্তু যেই বইটি প্রকাশিত হচ্ছে তা পাঠকবৃন্দের। এই বইটি পাঠকবৃন্দকে, বিশেষ করে যারা ইসলাম নিয়ে গবেষণা করতে, চিন্তা করতে পছন্দ করেন– এমন মানুষদের জন্য বিরাট একটি তথ্যের ভান্ডার হিসেবে কাজ করবে। এই বইয়ের পাতায় পাতায় যেই তথ্য আছে, সেগুলো দিয়েই নতুন করে আরও বই লেখা যাবে, অসংখ্য বক্তৃতা দেওয়া যাবে, রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এই বইটি আমাদের পাঠকদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে, এটা আমি নিশ্চিত করেই বলতে পারি। সেই মানসিকতা নিয়েই বইটি লেখা। আল্লাহ যেন আমাদের সকলের সম্মিলিত এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আমিন।

আলী আহমাদ মাবরুর
৬ জানুয়ারি, ২০১৮
amabrur@yahoo.com